বাণী চিত্র মন্দিরের নিবেদন

বিল্বমঙ্গল

পরিচালনা • গোবিন্দ রায় ✻ সঙ্গীত • অনিল বাগচী

পরিবেশনা • সাহা ফিল্মস

বিল্বমঙ্গল

গীতিকার শ্রীপ্রণব রায়ের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত
বাণী চিত্রমন্দির প্রযোজিত সুধীর সাহা নিবেদিত
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাশ কবিরাজ এর "ভক্তমাল" অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ॥ গোবিন্দ রায় রচনা ও প্রযোজনা সুরসৃষ্টি ॥ অনিল বাগচী চিত্রগ্রহণ ॥ দীপক দাস সম্পাদনা ॥ নীনা বসু শিল্পনির্দেশনা ॥ গৌর পোদ্দার সংগীতগ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা ॥ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় প্রধান সহকারী ॥ বলরাম বারই শব্দগ্রহণ অন্তর্দৃশ্যে ॥ অনিল দাশগুপ্ত সোমেন চট্টোপাধ্যায় বহির্দৃশ্যে ॥ বাবু সেনগুপ্ত টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত ও আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ এ পরিশোধিত ও পরিস্ফুটিত আবহসংগীত ও প্রধান সহকারী সংগীত পরিচালক ॥ ওয়াই. এস. মুলকী প্রচার ॥ স্বপন ঘোষ স্থিরচিত্র ॥ সুভাষ নন্দী কর্মাধ্যক্ষ ॥ গোরা গুপ্ত ব্যবস্থাপনা ॥ শৈলেন দাস রূপসজ্জা ॥ অনাথ মুখোপাধ্যায়, নিতাই সরকার সহকারী ॥ অক্ষয় দাস, সরোজ মুনসী দৃশ্যসজ্জা ॥ বরজু সরদার, বেণু, দ্বিজ, বাবুলাল, তপেশ্বর, দিবাকর সজ্জাত স্টুডিও ম্যানেজার ॥ আনন্দ মোহন চক্রবর্তী বহির্দৃশ্যে ক্যামেরা ও শব্দগ্রহণ ॥ সিনে কুইন।

—অভিনয়ে—

শমিত ভঞ্জ ॥ সোমা দে ॥ বিকাশ রায় ॥ তরুণকুমার ॥ শেখর চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥ প্রেমাংশু বসু ॥ তপেন চট্টোপাধ্যায় ॥ পদ্মা দেবী ॥ গীতা দে সীমা দাস ॥ সর্বাণী ঘোষাল ॥ সুলেখা রায় ॥ সুমিতা দাস ॥ মীনা মুখোপাধ্যায় সমীর লাহিড়ী ॥ বাবু সেন ॥ বিনোদভূষণ রায় ॥ বলরাম দাস ॥ ও মাষ্টার পার্থ রসায়নাগার ॥ অবনী রায় । ফণী সরকার । রবীন ব্যানার্জি। নিরঞ্জন চ্যাটার্জি। কানাই ব্যানার্জি। অবনী মজুমদার। পঞ্চানন ঘোষ। দুলাল সাহা। বাপি বসু।
আলোক সম্পাত ॥ প্রভাস ভট্টাচার্য । ভবরঞ্জন দাস । তারাপদ মান্না। সুভাষ ঘোষ। রাম দাস। কাশী। হংসরাজ। রামপ্রসাদ। মতি ও সুনীল শর্মা।]
সাজসজ্জা ॥ দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই সজ্জাকর ॥ বিশু চক্রবর্ত্তী পরিচয় লিখন ॥ নিতাই বসু

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, মিঠু চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ গুহ। চিত্রগ্রহণ ॥ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, নীলোৎপল সরকার, বরুণ রাহা। সম্পাদনা ॥ তাপস মুখোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ ॥ দুলাল দাস, বাবাজী শ্যামল। শিল্পনির্দেশনা ॥ অনিল দে। সংগীত ॥ মৃগাঙ্ক সাহা। আবহ গায়িকা ॥ শান্তা মৌলিক। শিক্ষানবীশ পরিচালক ॥ গুলবাহার সিং।

কাহিনী

বিল্বমঙ্গল

যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, তাইত কবিকে মুগ্ধ করে। বিল্বমঙ্গল ছিল মনে প্রাণে কবি। তাই কোথাও কিছু মাধুর্য্যের প্রকাশ দেখলে পাগল হয়ে যেত। এদিকে তার বৃদ্ধ পিতা চাইতেন তার ছেলে আর পাঁচজনের ছেলের মত বিষয়ী হবে সংসারি হবে। কিন্তু বিল্বমঙ্গল কিছুতেই বাঁধা পড়তে চাইত না—তার মন ছিল ভ্রমরের মত। সে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াত কোথায় আছে রূপ, রস আর মাধুর্য্য। তাই একদিন গান শুনতে গেল নটীর বাড়ীতে তার বন্ধুকে নিয়ে। সেখানে তারা ঢুকতে পারল না তবু বাইরে থেকে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আকুল হল তাঁর রূপ দেখবার জন্য। পূর্ণিমার রাতে নদীর ধারে পূজারিণীর বেশে নটী চিন্তামণিকে প্রথম দেখল বিল্বমঙ্গল—সে তো দেখা নয় দর্শন—তার রূপের মাঝেই সে দেখতে পেলো তার মনের মানুষকে। চিন্তামণি ছিল রূপজিবিনী। তার চার পাশে এমন সব লোক ভীড করে থাকত যাদের দৃষ্টি ছিল কামনায় ভরা। তাই সে যখন প্রথম দেখল বিল্বমঙ্গলকে সে মুগ্ধ হল ভাল বাসল।

বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণির প্রেম সে যেন বিকশিত হেম। সে ভালবাসায় কোন কামনার গন্ধ নেই। বিশ্ব সংসার তাদের এই প্রেমকে ভুল বুঝল। তাদের কাদায় ভরা মন দিয়ে বিচার করে তারা বিল্বমঙ্গলকে বলল বেশ্যাসক্ত লম্পট। আর চিন্তামণির চার-পাশের লোক তারা তো ক্ষেপে গেলো। তাদের মধ্যে ছিল নগরের মহাশ্রেষ্ঠী নিলধ্বজ। যার অর্থ আর ক্ষমতা ছিল প্রচুর। সে চেয়েছিল চিন্তামণির দেহকে। তার সহায় ছিল থাকমণি যে ছিল চিন্তামণির মাসি। চিন্তামণি নটী হলেও তার মন ছিল অন্য সুরে বাধা। সে মহাশ্রেষ্ঠীকে প্রত্যাখান করল। সে যে বিল্বমঙ্গলকে ভালবাসে। বিল্বমঙ্গলও চিন্তার প্রেমে পাগল—সমস্ত রূপের মাঝে সে তার প্রেমিকাকে দেখতে পায়—বনের ফুলের মাঝে দেখতে পায় চিন্তার মুখ। চিন্তামণির প্রত্যাখান মহাশ্রেষ্ঠীকে পাগল করে দিল তিনি ক্ষেপে উঠলেন চিন্তাকে অধিকার করার জন্য। চিন্তাকে ভয় দেখালেন দরকার হলে সে বিল্বমঙ্গলকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। নগরের সবাই ভয় করত মহাশ্রেষ্ঠীর ক্ষমতাকে। চিন্তাও ভয় পেল। সে ভাবতে লাগল কি করে বিল্বমঙ্গলের আসা বন্ধ করবে নইলে যে তার ক্ষতি হবে। অসুস্থ বিল্বমঙ্গলের বাবাকেও শাসিয়ে এলেন, ভয় দেখালেন চিন্তার কাছে যেন না যায়। বৃদ্ধ পিতা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না তাঁর মৃত্যু হল। সবাই বিল্বমঙ্গলকে দোষ দিল। বলল ঐ লম্পট ছেলেটার জন্যইত বাপের মৃত্যু হল।

বিল্বমঙ্গল

পিতার শ্রাদ্ধ, দশদিন বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কাছে যেতে পারেনি তাকে দেখতে পায়নি তাই সমস্ত মন প্রাণ তার আকুল হল চিন্তাকে দেখবার জন্য। সেদিন ছিল দারুণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ চারিদিকে ঝড়, জল, বৃষ্টি, নদীতে বান ডেকেছে। সবাই বারণ করা সত্যেও শ্রাদ্ধ শেষে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পরল বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে দেখবার জন্য। নদীতে কোন নৌকা না দেখে একটা মরাকে কাঠের গুড়ি মনে করে তাকে জড়িয়ে ধরে নদী পার হল। চিন্তামণির বাড়ীতে এসে দেখল দরজা বন্ধ। বাড়ীর উচু প্রাচীর কি করে পার হবে? একটা বিষাক্ত সাপ জলের দরুণ প্রাচীরে আশ্রয় নিয়ে ছিল। তার লেজ দড়ি মনে করে তাই ধরে প্রাচীর পার হল বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণি পর্য্যন্ত অবাক হল বিল্বমঙ্গলের পাগলের মত ভালবাসা দেখে। সে জিজ্ঞাসা করল "মরা জড়িয়ে নদী পার হলে গন্ধ পাওনি?" বিল্বমঙ্গল উত্তর দিল "না তো আমি যে তোমার মুখ ভাবছিলাম।" চিন্তামণি আবার জিজ্ঞাসা করল "জ্যান্ত বিষাক্ত সাপের লেজ ধরতে ভয় করল না?" আবার সেই উত্তর "না তো আমি তোমার মুখ ভাবছিলাম।" যে প্রেম জগৎ সংসারকে ভুলিয়ে দেয়—যে প্রেম বিপদ বাধাকে তুচ্ছ করে—যে প্রেমে প্রেমিক শতরূপের মাঝে তার প্রেমিকাকে দেখতে পায় সে প্রেমতো ঘর বাঁধে না ঘর ছাড়া করে। তাই বিল্বমঙ্গল ঘর ছাড়া হয়েছিল। অন্তরের দেবতাকে অন্তরে পাওয়ার জন্য অন্ধ হয়েছিল। বাহির দুয়ারে কপাট লাগিয়ে ছিল ভেতর দুয়ার খুলবে বলে। আর চিন্তামণি সেও পারল না চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে। সেও বেড়িয়ে পরল সেই প্রেমে যে প্রেম ঘর ছাড়া করে—বিল্বমঙ্গল রূপকে ভালবেসে কি পেয়েছিল অরূপের সন্ধান? যে প্রেমিক কামনা বাসনার উর্দ্ধে তাকে কি পেয়েছিল চিন্তামণি?

সংগীত

(১)

ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

(২)

ওঁ বড়হা পীড়াভী রামং
মৃগমদ তিলকংখণ্ডাঙ্কং
কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং কম্বুকণ্ঠং
শান্তং সুন্দরম্ সাধরে ন্যস্ত বেণুম্
শ্যামং ত্রিভঙ্গম্ রবিবর বসন ভূষিতং
বৈজয়ন্ত্যম্

(৩)

অধরং মধুরম নয়নম্ মধুরম বদনং মধুরম
মধুরম মধুরম

(৪)

চিন্তামণি :
জয় জয় দেব ত্রিভুবন মঙ্গল
দিব্য নাম ধেয় জয় জয় দেব কৃষ্ণ দেব
শ্রবণ মন নয়নামৃত অবতার
জয় মানস লোচন জয় জয়
কৃষ্ণ জয় প্রকট মোহন

(৫)

বিল্বমঙ্গল :
শৃঙ্গার রস সর্ব্বস্বম্ শিখীপুচ্ছ বিভূষণম্
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্
মন্দারমূলে মদনাভিরামম্ বিশ্ববীড়া পুরিত বেণুনাদং
গো গোপ গোপীজন মধুসংস্থনম্
গোপম্ ভজে গোকুল পূর্ণচন্দ্রম্
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাষি পদম্ দৃশ্যোমে
হা হা কদাণু ভবিতাষি পদম্ দৃশ্যোমে

বিল্বমঙ্গল

বিল্বমঙ্গল

চিন্তামণির গান—এক

তোমাদের ফুলদানিতে চাই না হ'তে
সাজিয়ে-রাখা ফুল।
চাই না আমি হ'তে কারো খেয়ালের খেলার পুতুল॥
আমারও মন রয়েছে, মনে যে মধু ভরা,
সে-মধু চাইবে এসে জানিনা কোন্ ভ্রমরা,
বুঝি সে ভালোবেসে ফোটাবে মনের মুকুল॥
তোমাদের ফুলদানিতে—
দু'দিনের চোখের নেশা সেত' নয় ভালোবাসা,
কাঁদে যে নদীর বুকে সাগরে মেশার আশা,
কে বোঝে কিসের আশায় কেন এ হৃদয় আকুল॥

চিন্তামণির গান—দুই

আমি রূপের মায়ায় ভোলাব না,
গানের মায়ায় ভোলাব।
আমার সুরের ইন্দ্রজালে
হৃদয় তোমার খোলাব॥
মোর যত গান ওগো সাথী
শুনিয়ে যাব সারারাতি,
চম্পাবনের কোয়েল হ'য়ে
তোমারি ঘুম ভাঙাব॥
তোমার আঁখির পানে চেয়ে
হৃদয় ওঠে আপনি গেয়ে,
ফুলের কানে অলির মতো
অলির কানে ফুলের মতো
মনের কথা শোনাব॥
গানের মায়ায় ভোলাব॥

চিন্তামণির গান—তিন

আমি হারায়ে ফেলেছি গানের সাথীরে
গাহিতে আমারে বোলো না।
নীরব হয়েছে মরমের বীণা
আর ত' বাজানো হ'ল না॥
যবে বিদায় নিল সে দ্বারে
আমি ফিরিয়া ডাকিনি তারে,
আজ কেন হায় মন তারে চায়,
মনকে ত' বোঝা গেল না॥
ঘুরি জীবনের পথে একা
ওগো যদি পাই তারি দেখা,
আলো ভেবে যারে খুঁজি বারে বারে
সে কি আলেয়ার ছলনা?

বিল্বমঙ্গলের গান—এক

মম দোষ-গুণ প্রভু কোরো না বিচার।
সকলি অগুণ মম তুমি ত' জানো,
নাহি কোনো গুণ আমার॥
আমি যে কাঙাল বড় এ সংসারে,
চরণে শরণ প্রভু দাও আমারে,
তবেই বলব তুমি দয়াল ঠাকুর,
তবেই বুঝব কত প্রেম তোমার॥
আমি যে ভেসেছি স্রোতে; পথ ব'লে দাও,
তোমারি আলোয় প্রভু তোমারে চেনাও,
কাঙাল হৃদয় বলে তুমিই সখা,
তুমিই আমার ওগো চির-আপনার॥

বিল্বমঙ্গল

বিল্বমঙ্গলের গান—দুই

আঁখি মোর কৃষ্ণ-রূপের পিয়াসী।
সেই রূপ অনুপম না দেখে জীবনে
নিশিদিন মন উদাসী॥
দোলে শিখিপাখা চম্পক-মালা
রাঙা দু'টি হাতে বাঁশি,
চাঁদ-মুখে আঁকা অলকা-তিলকা,
অধরে মৃদু মধু হাসি॥
সুন্দর গিরিধর
প্রেম-মধুকর
গোপিনী প্রেমবিলাসী,
আমি জনমে জনমে তারি লাগি' হবো
বৃন্দাবন-বনবাসী॥
আমি নয়ন মণিতে মিশায়ে রাখিব
রূপরাশি,
মোর বৈরাগী মন সকল তেয়াগী
রূপসুধা-অভিলাষী॥

বিল্বমঙ্গলের গান—তিন

মনোহর শ্যাম যে মনোচোর।
আমার মন নিয়েছে, প্রেম নিয়েছে
নওল কিশোর।
এই বৃন্দাবনে সেই ত' রাজা,
করলে চুরি দেয় সে সাজা,
ওগো রাজা চুরি করলে বলো
জানাই কারে নালিশ মোর?
ভেবেছি তাই প্রেম-ডোরে
বাঁধব আমার মনোচোরে,
অনুরাগের কারাগারে
রাখব তারে জনমভোর॥

বিল্বমঙ্গলের গান—চার

এত' বনের কুসুম নয়,
এ যেন আমার অপরূপা প্রিয়তমা।
এরই মাঝে হেরি তারি মুখখানি,
যে আমার মনোরমা॥
অপরূপা প্রিয়তমা।
বুঝি চতুর্দ্দশীর চাঁদের লাবণি আনি'
কোন শিল্পী গড়েছে তারি তনুলতাখানি,
আহা ঘন মেঘ ভার কুন্তল তার,
সুন্দরী নিরুপমা॥
অপরূপা প্রিয়তমা।
রাঙা অধরে তাহার উষার আবির মাখা,
যেন কৃষ্ণা রাতের কাজল নয়নে আঁকা,
যত রূপের অমিয়া তিল তিল নিয়া
হয়েছে তিলোত্তমা॥
অপরূপা প্রিয়তমা।

বালকবেশী কৃষ্ণের গান

শ্যামের বাড়ি বৃন্দাবনে, কে যাবি রে চল্।
ডাকে নীল যমুনার জল, (ডাকে) তমালতরুতল॥
কে যাবি বল্—কে যাবি বল্,
আমার হাতটি ধরে চল্
আমি ময়ূর-পাখা মাথায় দেব
রাখাল-রাজা সেথায় হব,
আমায় ঘিরে নাচবে গোঠে রাখাল-ছেলের দল।
আমি মা যশোদার ঘরে হব দুষ্টু ননীচোরা,
সারাটা দিন বাঁশি নিয়ে বনে বনে ঘোরা।
শুনে আমার মোহন বেনু
গোঠে ফিরে আসবে ধেনু,
গোপিনীরা জমুকে যাবে বাজিয়ে ঝাঁঝর-মল॥

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী ছবি

মুক্তি প্রতীক্ষায়

জুপিটার প্রোডাকসন্সের

ফুলশয্যা

পরিচালনা : সারথী। সঙ্গীত : অসীমা ভট্টাচার্য

অভিনয়ে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, অনুপকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার, ছায়া দেবী, সরযু দেবী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়।

●

গঠন পথে

উত্তম সাবিত্রী'র অভিনয়ে

সবার শেষে

●

বঙ্কিমচন্দ্রের

রাজসিংহ

সাহা ফিল্মসের প্রচার বিভাগের তত্বাবধানে প্রকাশিত এবং প্রিণ্টোরিয়েণ্ট, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত।